ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জাদুঘর

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

রাঙ্গামাটি

ফোন : ০৩৫১-৬৩৩৮৯, ফ্যাক্স : ৬১৬৮৯

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, প্রথা, বিশ্বাস, ইতিহাস, লোকসাহিত্য ইত্যাদির সংরক্ষণ, প্রচার ও গবেষণার জন্য সদাশয় সরকার ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে রাঙ্গামাটিতে 'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ ইনস্টিটিউটের ৪টি শাখার অন্যতম একটি হচ্ছে **'জাদুঘর ও লাইব্রেরি'** শাখা। এ শাখার অধীনে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে 'উপজাতীয় জাদুঘর' পরিচালিত হয়ে আসছে। এটি শুধুমাত্র পার্বত্য অঞ্চলে নয় সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম **'উপজাতীয় জাদুঘর'**। বিগত ১৩ মার্চ ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বর্তমান দোতলা বিশিষ্ট জাদুঘর ভবনটির শুভ উদ্বোধন করেছিলেন সাবেক মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী। প্রতি বৎসর দেশ-বিদেশের অনেক উচ্চ পদস্থ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, রাষ্টদূত, মন্ত্রীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। জাদুঘরে দর্শনার্থীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সদাশয় সরকার ২০১০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে **'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০'** নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করার পর ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত 'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট' এখন থেকে **"ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট"** নামে পরিচিত হবে। কাজেই উপজাতীয় জাদুরঘরটি এখন থেকে **'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জাদুঘর'** নামে পরিচিতি লাভ করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপকরণাদি বিভিন্ন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এইগুলি সংগ্রহ করে এই জাদুঘরে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করার মাধ্যমে এখানকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর এবং অন্যান্য জনসাধারণের কাছে এইগুলিকে পরিচিত করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র

নৃ-গোষ্ঠীর জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সব বস্তু উপাদান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

জাদুঘরে সংগৃহীত হয়েছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকারপত্র, পুথি পত্র, অস্ত্রশস্ত্র, মুদ্রা, কাঠ, ব্রোঞ্জ বা ধাতুর নির্মিত মূর্তি, বাদ্যযন্ত্র, হাতির দাঁতের শিল্প কর্ম, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, দলিল-দস্তাবেজ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনজীবনের বিভিন্ন আংগিকের রূপ বৈচিত্রের তৈল চিত্র ইত্যাদি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সমাজ ব্যবস্থা আবহমান কাল ধরে আবর্তিত হয়েছে। তাই এখানকার সংস্কৃতির সর্বত্র জুম জীবনের ছাপ ছড়িয়ে রয়েছে।

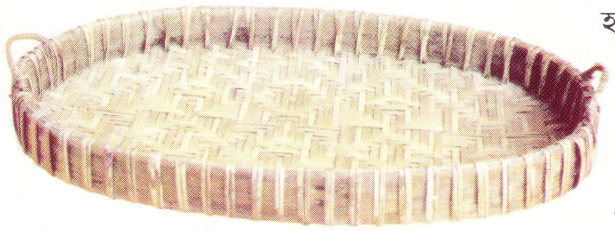

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে একটি পশ্চাদপদ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হলো ম্রো। তারা এখনও জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক জীবনধারাকে ধরে রেখেছে। তাদের বিভিন্ন আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'গো-হত্যা' বা 'ক্লুবংপ্লাই' নৃত্যানুষ্ঠান। তারা এক জাতীয় জঙ্গলি লাউয়ের খোলের সাথে বাঁশের বিভিন্ন নলযুক্ত বাঁশি (প্লুং) বাজিয়ে নৃত্যানুষ্ঠান করে থাকে।

ভাস্কর্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে এখানকার মারমাদের সাথে মায়ানমারের আরাকানীদের যোগসূত্র রয়েছে। পিতলের ও কাঠের মূর্তিসহ কাঠের বিভিন্ন মূর্তি, ক্যাং (বৌদ্ধমন্দির) নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে একই ধরনের ভাস্কর্যের

পরিচয় পাওয়া যায়। জনৈক মারমা ভাস্কর আরাকানী রাজকুমার 'ক্যাইজই মাংসার' উপর একটি কাঠের মূর্তি প্রায় একশত বছর পূর্বে খোদাই করেছেন। এই রাজকুমার বার্মার বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দশজন রাজকুমারদের মধ্যে একমাত্র জীবিত ও স্বদেশ প্রত্যাগত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্বে ত্রিপুরা ও আরাকানসহ নানা দেশের কিছু কিছু মুদ্রা ও মূর্তি পাওয়া গেছে। তৎমধ্যে আমাদের সংগ্রহে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ- এর দশকে শুভলং এলাকা থেকে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি ও ত্রিপুরা রাজাদের তিনটি রৌপ্য মুদ্রা এবং একজন আরাকান রাজার একটি মুদ্রা আছে। ত্রিপুরা মুদ্রাগুলির মধ্যে একটি মুদ্রার উপর 'সুবর্ণ গ্রাম বিজয়ে শ্রী দেবমাণিক্য ১৪৫০ সক' লেখা আছে। ইহা জাতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রেও একটি প্রয়োজনীয় মুদ্রা।

চাকমাদের ডিজাইন ক্লথ বা কাপড়ের নাম **আলাম**। আলামে বিভিন্ন ধরনের ফুল, বৃক্ষ, লতাপাতা,

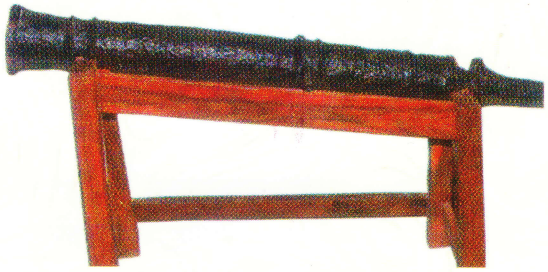

পশু-পাখির চোখ, পদচিহ্ন এবং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির ছাপ থাকে। অতীতে সচরাচর প্রত্যেক চাকমা রমণীকে বিয়ের আগে এ জাতীয় আলাম তৈরি করতে হতো। এ ধরনের আলাম জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এটি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতি ষোড়শী বালা রায় (রাজা হরিশ্চন্দ্র রায়- এর দ্বিতীয় পুত্র রমণী মোহন রায়- এর স্ত্রী) প্রস্তুত করেছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকই নাচ গান প্রিয়। প্রত্যেক নৃ-গোষ্ঠী তাদের বিভিন্ন উৎসবের সময় নানা ধরনের বাদ্য বাজিয়ে অনুষ্ঠান করে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বাঁশি, ঢোল, বেহালাসহ বুঙ, পেহ্, হ্রে, খেংগরং, ধুদুক, তুটুমা, প্লুং/ক্রিয়াং, মং বা গং ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য।

মায়ানমার এবং (পার্বত্য চট্টগ্রামের) মারমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘকালের যোগসূত্র রয়েছে। এখানকার

জনৈক মারমা প্রধান, বোমাং রাজা প্রায় শতবর্ষ আগে তাঁর সন্তান লাভের পর কামানের তোপধ্বনি করার জন্য এই কামানটি আরাকান থেকে এনেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। এটি বোমাং রাজ দরবারের ব্যবহৃত একটি আরাকানী কামান।

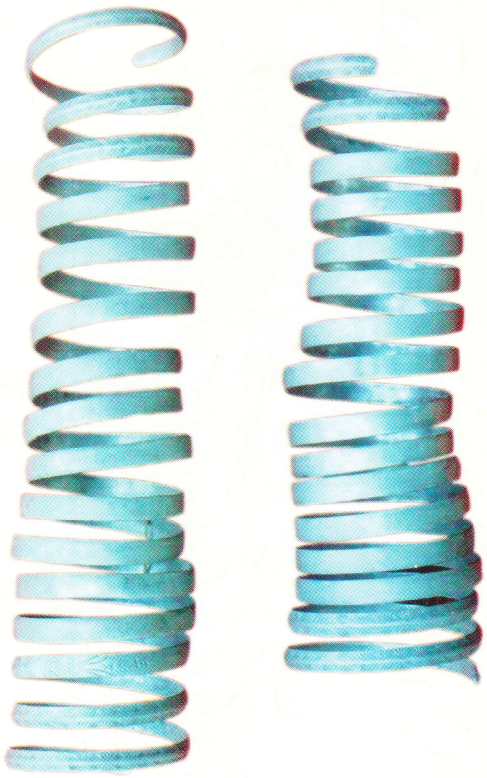

এখানকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা ও মারমাদের নিজস্ব বর্ণে বহু পুথি-পুস্তক ও তালপাতার উপর লিখিত পান্ডুলিপি পাওয়া যায়। তৎমধ্যে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তালপাতার উপর লিখিত চাকমাদের ধর্মগ্রন্থ **'আঘারতারা'**র একটি তারা (সূত্র) সংরক্ষণ করা হয়েছে। চাকমা বর্ণগুলির সাথে বর্মী, শান, খামতি বর্ণের সাথে অহোম বর্ণের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর রমণীরা অলংকার প্রিয়। তারা বিভিন্ন অলংকার ও নানা বর্ণের ফুল দিয়ে সাজগোজ করতে ভালবাসে। তাদের বিভিন্ন অলংকারের মধ্যে চুলের কাঁটা, কর্ণদুল, কোমরের বিছা, হস্ত ও গলার বিবিধ চুড়ি, হার, পুঁতির মালা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও শিকার প্রিয় ছিল। তারা প্রায়ই আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। ফলে তারা এ কাজে ব্যবহারের জন্য নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতো। এ সকল অস্ত্রশস্ত্র গুলোর মধ্যে রয়েছে দা, শেল, কুড়োল, চারি (কাস্তে), তীর, কোদাল ইত্যাদি। অন্যদিকে বন্য পশু-পাখি ধরার জন্য জাঙিছরা, শরবাঁশ ইত্যাদি ব্যবহার করতো।

রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের জাদুঘর বিভাগে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী ও দুষ্প্রাপ্য বাদ্যযন্ত্র, পোশাক - পরিচ্ছদ,

অলংকার, বিবিধ নকশা, স্থাপত্যের নিদর্শন, হাতির দাঁত, হাড়, বাঁশ, বেত, তুলা, চামড়া, পাতা ও কাঠের তৈরি হস্তশিল্পজাত জিনিসপত্র, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত উপকরণাদি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর রাজাদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং যুদ্ধাস্ত্র, শীলমোহর, প্রাচীন জিনিসপত্র, শাসনকার্যে ব্যবহৃত দলিল দস্তাবেজ ও বিভিন্ন রিপোর্ট, পুথিপত্র, তন্ত্র-মন্ত্রের বই ইত্যাদি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ ও জনসাধারণের নিকট প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চাকমা রাজ পরিবারে ব্যবহৃত রাণী মনমোহিনী রায়- এর ব্যবহৃত শ্বেত পাথরের থালা, বাটি, গ্লাস অত্র জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের উপর ধারণকৃত দুর্লভ আলোকচিত্র, বিভিন্ন শিল্পীদের আঁকা তৈলচিত্র, পোড়ামাটির ভাস্কর্য সংরক্ষিত আছে। তৎমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম একাডেমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পী স্বর্গীয় চুনীলাল দেওয়ান (১৯১১-৫৫) এর অংকিত চিত্রকর্মও সন্নিবেশিত আছে।

উল্লেখিত, যে কোন প্রদর্শনী সামগ্রী কারো হেফাজতে থাকলে কিংবা কেউ সন্ধান পেলে তা পত্র মারফত কিংবা সরাসরি অত্র ইনস্টিটিউটের কর্তপক্ষকে জানালে সংগ্রাহককে দুষ্প্রাপ্য প্রদর্শনী সামগ্রী সংগ্রহের জন্য এবং সংগৃহীত মূল্য যাচাই পূর্বক অর্থ প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

জাদুঘরটিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সকলের সহযোগিতা আমাদের কাম্য।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জাদুঘরের সময়সূচি

রবিবার থেকে শুক্রবার

সকাল ৯.৩০ টা থেকে বিকাল ৪.৩০ টা পর্যন্ত।

জাদুঘর বন্ধ থাকে

শনিবার এবং অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন বন্ধ।

জাদুঘরে প্রবেশ-এর জন্য নির্ধারিত প্রবেশ মূল্য রয়েছে।

মুদ্রণ তত্ত্বাবধান : জনাব শুভ্র জ্যোতি চাকমা, রিসার্চ অফিসার।
মিসেস হীরা রাণী বড়ুয়া, লাইব্রেরিয়ান কাম মিউজিয়াম অ্যাসিস্টেন্ট।

প্রকাশনায় : জাদুঘর ও লাইব্রেরি শাখা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি।

ডিজাইন ও মুদ্রণে : সীবলী অফসেট প্রেস, রাঙ্গামাটি। ফোন- ৬১৮৮২

Khudro Nri-Goshthi Museum

Khudro Nri-Goshthir Sangskritik Institute
Rangamati
Phone : 0351-63389, Fax : 61689

In order to preserve, propagate, exhibit and research about traditional cultures, arts, customs, believes, traditions, histories, folk-literatures of the Khudro Nri-Goshthi, the noble government of Bangladesh established a Tribal Cultural Institute in 1978 at Rangamati. Museum & Library wing is one of the most important wing among the four wings of the institute. Under this important wing a Tribal Museum has been conducting since the creation of the institute. It is not only the first tribal museum in Chittagong Hill Tracts (CHT) but also in Bangladesh. The present two-storied museum building was inaugurated by the then state minister for cultural affairs on 13 March in 2003. Many high officials both government and non-government, foreigners, ambassadors/high commissioners, ministers visit the museum every year. As a result, the numbers of visitors are increasing day by day. The noble present government of Bangladesh has created a time-befitting law for the institutes namely "Khudro Nri-Goshthir Sangskritik Protishthan Ain 2010" recently. According to section four of the said law the existing tribal cultural institutes will be named as "Khudro Nri-Goshthir Sangskritik Institute" at present. So, now the name of the museum will be "Khudro Nri-Goshthi Museum" instead of 'tribal museum'. It is to be mentionable that The Chakma, The Marma

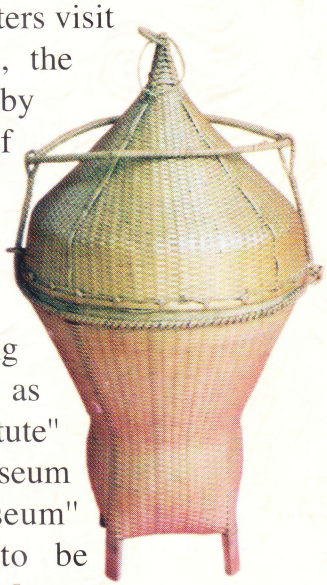

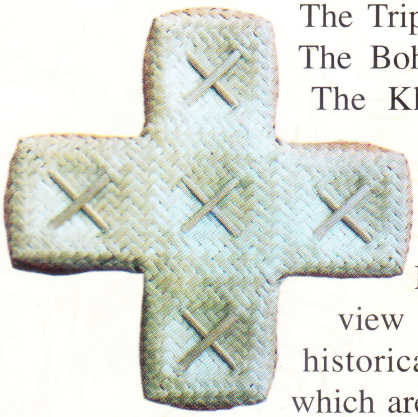

The Tripura, The Tanchangya, The Mro, The Bohm, The Chak, The Pangkhoya, The Khumi and The Lushai ore the Khudro Nri-Goshthi of the CHT.

This "Khudro Nri-Goshthi Museum" was established with a view to collect, preserve and exhibit historically valuable different things which are found in the areas inhabited by the "Khudro Nri-Goshthi". These materials are worthy to be claimed as symbols of social, economic, cultural and historical aspect of life of the Khudro Nri-Goshthi in CHT.

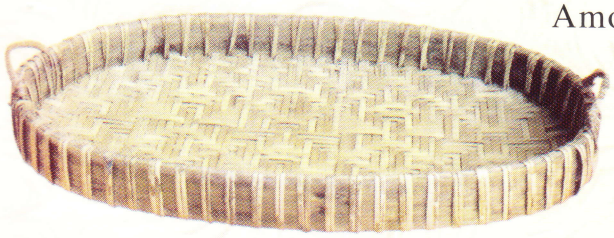

Among different collected things now are preserved in the museum are Khudro Nri-Goshthi clothes and customes, ornaments, handicrafts, craft of ivory, documents, oil painting etc. depicting Khudro Nri-Goshthi cultures and mode of life. All the Khudro Nri-Goshthi inhabiting this region, in the past, were dependent on shifting cultivation which is locally known as Jum for their livelihood. So, the life style and cultural heritage of these Khudro Nri-Goshthi are Jum oriented since time immemorial. Hence, the influence of Jum life is still observed in all spheres of their traditional culture.

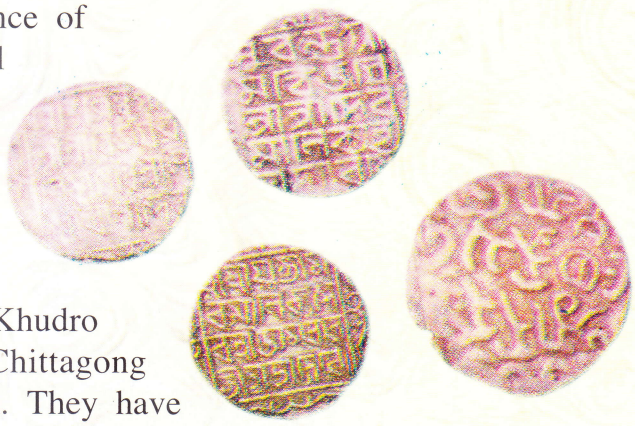

The Mros are one of the backward Khudro Nri-Goshthi in Chittagong Hill Tracts region. They have

still retained their traditional culture in all spheres of their life. Among other several ritual and ceremony of the Mros, the klubong-ply dance or cow killing ceremony is notable and more attractive one. During the dance they play Ploong Flute made of wild gourd and bamboo pipe.

The Marmas of this area have a link with the Arakanese people of Myanmar in the field of culture and sculpture. Similaritises are observed in different statues which are made of bronze and woods and in constructing Kyong or Buddist temples which are constructed based on Myanmar architecture. Near about one hundred years ago an unknown Marma sculptor wood curved a statue of a Arakanese prince named

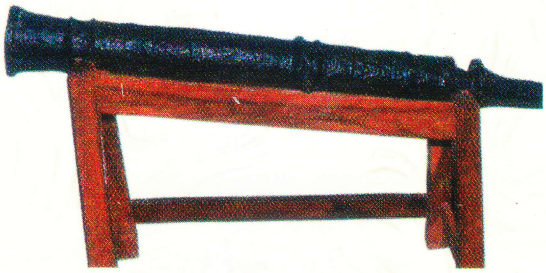

Kyajoy Mongsha (picture printed on the back page) who had fought in a war against Myanmar alongwith ten other princes and he was the only survivor who could return to his homeland.

In Chittagong Hill Tracts a number of coins and statues of Tripura and Arakan were found long ago. Now we have in our collection, three silver coins of the kings of Tripura and one coin of a king of Arakan. In one of the aforesaid coins of kings of Tripura it is writen "Shree Devamanikya 1450 Sak-the conqueror of Subarnagram." This coin is important and essential even for the national history.

The design cloth of the Chakmas is known as "Alam". On the surface of this cloth the designs of various motifs like

flowers, trees, plants, eyes of birds etc are woven. In the past, weaving of a 'Alam' was a custom for every Chakma young woman before marriage.

All the Khudro Nri-Goshthi of the Chittagong Hill Tracts are

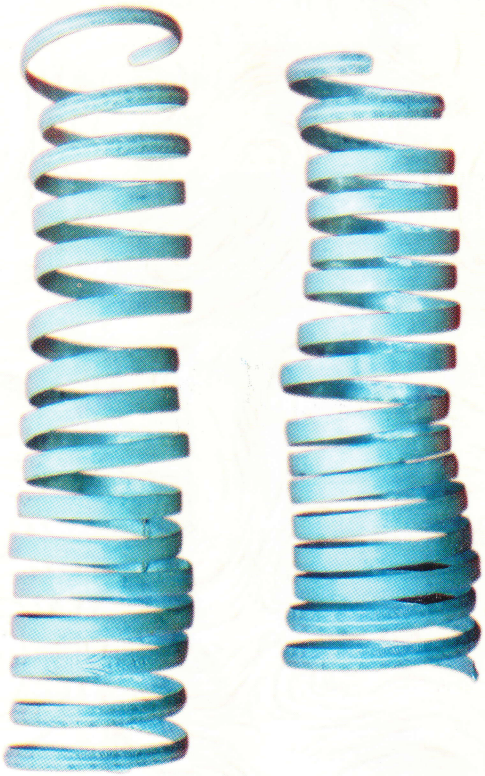

fond of dance and music. Playing different types of musical instruments like Flute, Drum, Violin etc. are common which are used in social ceremonies of "Khudro Nri-Goshthi. Beside, these Khudro Nri-Goshthi have their own musical instruments such as Boong, Peh, Neh, Kheng-Grong, Dhudhuk, Tutu-ma, ploong, Mong or Gong etc. which are exotic type.

The Marmas of the Chittagong Hill Tracts and the people of Myanmar retaining racial and cultural link for a long time. A Marma chief called Bohmong Raja brought this canon from Arakan to celebrate birth of his son by firing. This canon is near about one hundred years back.

Many books and manuscripts written on palm leaves are found among the Chakmas and the Marmas of this region. The Marma scripts have similarity with the Myanmar scripts. On the other hand, the Chakma scripts have close similarity with the scripts of Ahom, Shan, Khamti and Myanmar scripts as well.

All the women of "Khudro Nri - Goshthi in Chittagong Hill

Tracts love to wear ornaments and dress themselves with flowers and different ornaments. The ornaments which are common amongst them are earring, waistband, bangles, necklace, hairpin, beadnecklace etc.

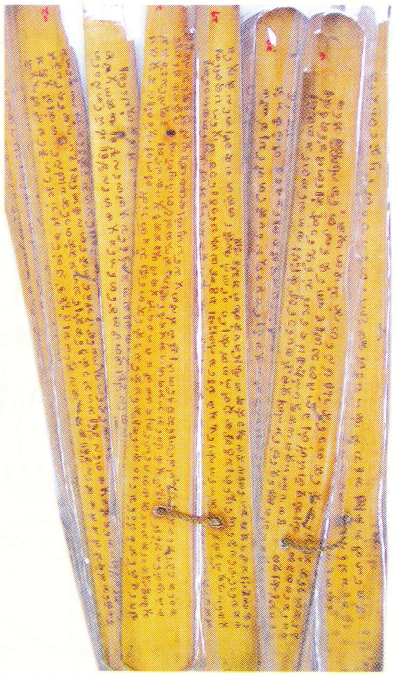

Long ago a number of "Khudro Nri-Goshthi in Chittagong Hill Tracts were very aggressive and fond of hunting. They used to be involved often in clash with internal and external enemies. They used to make different types of weapons for the purpose.

The museum wing under supervision of the "Khudro Nri-Goshthir Cultural Institute, Rangamati has taken measure to collect, preserve and exibit traditional and rare musical instruments such as clothes and costumes, ornaments, various designs, replica of different architectural pattern, ivory, bones, bamboo, cane, cotton, hides, handicrafts of leaves and woods, various materials used on different religious and social ceremony, weapons of the Khudro Nri-Goshthi chiefs, seals, old goods, different documents and report, books, letters etc. for the visitors.

If anyone have information or in possession of the above mentioned exibits are requested to contact the authority of the Institute personally or by correspondece. The authority have an arrangement of cash payment after valuation of the collected materials.

We urge co-operation from all for overall beautification and make the museum more attractive.

Visiting hours of Khudro Nri-Goshthi Museum

Sunday to Friday

9.30 am. to 4.30 pm.

Museum remains close :

Saturday and others Government holidays

Entry Fee is required to enter the Museum.

This bulletin is edited by Mr. Shuvra Jyoti Chakma with the assistance of Mrs Hira Rani Barua

Published by *Museum Wing, Khudro Nri-Goshthir Sangskritik Institute, Rangamati-2010.*

Design & Printed by : **Shiblee Offset Press,** Rangamati. Phone : 0351- 61882